জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

৩০-১২-২০১৭ তারিখ শনিবার অনুষ্ঠিতব্য সিনেটে ২৫জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থীদের জন্য জ্ঞাতব্যঃ

১. নির্বাচনের দিন ভোটারগণ ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 'রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সেল'-এর ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোডকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শনপূর্বক ব্যালট সংগ্রহ করে ভোট প্রদান করতে পারবেন। সকাল ৯.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন করা হবে।

২. পিন নম্বর পুনরুদ্ধারের জন্য রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সেলের (ju-regigraduate.org) ওয়েবসাইট হতে **পুনরুদ্ধার মেনুতে** ক্লিক করে **"পিন নম্বর পুনরুদ্ধার (পুরাতন)"**এ যেতে হবে। **মোবাইল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সাবমিট (Submit) করলে পিন নম্বর মোবাইলে এসএমএস আকারে পাওয়া যাবে।**

৩. ব্যালট পেপারটি ২ পৃষ্ঠার। গণনার সুবিধার্থে ব্যালট পেপার ভাঁজ করা যাবে না।

৪. ব্যালট পেপারে প্রার্থীগণের ব্যালট নম্বর, ছবি, ইংরেজী বর্ণমালার আদ্যক্ষরের ক্রম অনুসারে নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বিভাগের নাম উল্লেখ থাকবে।

৫. ব্যালট পত্রের নির্দিষ্ট স্থানে ক্রস (×) চিহ্ন দ্বারা সর্বাধিক ২৫ জনকে ভোট প্রদান করা যাবে।

৬. ক্রস (×) চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন দ্বারা ভোট প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট ভোট/ভোটসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. ক্রস (×) চিহ্নের ছেদবিন্দু বক্সের মধ্যে থাকতে হবে, ছেদবিন্দু বক্সের প্রান্তরেখা/বাইরে পড়লে ভোট /ভোটসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. ২৫ জনের অধিক সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হলে অথবা সম্পূর্ন ফাঁকা (blank) ব্যালট পেপার জমা দেয়া হলে উক্ত ব্যালট পেপারটি বাতিল বলে গন্য হবে।

৯. ভোট চিহ্নের উপর কাটাকাটি অথবা ঘষামাজা করা হলে সংশ্লিষ্ট ভোট/ভোটসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. কোন ভোটার ব্যালটে কাটাকাটি বা ঘষামাজা করলে উক্ত ব্যালট ফেরৎ দিলে ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুধুমাত্র ১ বার নতুন ব্যালট ইস্যু করবেন।

১১. মিথ্যা তথ্য দিয়ে জাল ভোট প্রদানের চেষ্টা করলে -

ক) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট' নন এমন অথবা বহিঃস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং

খ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট' হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট' হিসেবে তার নিবন্ধন স্থায়ীভাবে বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২. ভোট গ্রহণকালে ভোট কক্ষে যে সকল প্রার্থী/এজেন্ট উপস্থিত থাকবেন তাদের তালিকা নির্বাচনের আগের দিন বেলা ০২.০০টার মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে। ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রার্থীদের মুখপাত্র নিয়োগ করতে হবে।

১৩. শুধু উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, স্ক্রুটিনিয়ার ও রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং প্রার্থী নিজে/ অথবা তাঁর কর্তৃক লিখিতভাবে নিয়োগকৃত মাত্র একজন করে এজেন্ট (রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট) ব্যালট স্ক্রুটিনি এবং ভোট গণনার সময় স্ক্রুটিনি/গণনা কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

১৪. ভোটার, প্রার্থী অথবা তাঁর মনোনীত এজেন্ট কোন ধরনের মোবাইল সেট, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, ক্যামেরা, অন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যম, ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে ভোট কেন্দ্র ও ভোট গণনা কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। এগুলো নিজ দায়িত্বে ভোট কেন্দ্রের বাইরে সংরক্ষন করতে হবে।

১৫. ভোটকেন্দ্রে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে স্বেচ্ছাসেবক, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগ করতে পারবেন।

১৬. ভোটকেন্দ্রে বা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম অথবা অবৈধ কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে এরূপ সঙ্গত সন্দেহ দেখা দিলে অথবা এরূপ অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে তা রিটার্নিং অফিসারের গোচরীভূত করবেন এবং এ ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭. সর্বাধিক ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুসারে ২৫ (পঁচিশ) জন প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে গণ্য করা হবে।

মঞ্জুর

১৮. একাধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ার কারণে মোট সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হলে ভোট গণনা সমাপ্তির পর পরই রিটার্নিং অফিসার লটারির মাধ্যমে (টসে নয়) ২৫ তম পর্যন্ত বিজয়ী প্রার্থী নির্ধারণ করে ফল ঘোষণা করবেন।

১৯. প্রাপ্ত ভোটের ফলের ভিত্তিতে উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে রিটার্নিং অফিসার সাময়িক ফল ঘোষণা করবেন।

২০. নির্বাচনের সাময়িক ফল ঘোষণার ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার অথবা রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অথবা নির্বাচনে অনিয়ম/দুর্নীতি সম্পর্কে উপাচার্যের নিকট যে কোনো প্রার্থী লিখিতভাবে আপিল করতে পারবেন। উপাচার্য এরূপ আপিলের আবেদন পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে শুনানির জন্য ডাকবেন এবং অনধিক ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে আপিল সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় প্রদান করবেন।

২১. সাময়িক ফল ঘোষণার পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোনো আপিল পেশ করা না হলে ৩ (তিন) কর্মদিবস পর নির্বাচনের ফল চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে সাময়িক ফল ঘোষণার পর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো প্রার্থী কর্তৃক আপিল পেশ করা হলে উক্ত আপিল সম্পর্কে উপাচার্য কর্তৃক চূড়ান্ত রায় প্রদানের পরই নির্বাচনের ফল চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর রিটার্নিং অফিসার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্যগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত ২৫ (পঁচিশ) জন সিনেট সদস্যের তালিকা প্রকাশ এবং প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২২. ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট দানের লক্ষ্যে নির্বাচনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিস সংলগ্ন কালভার্ট থেকে শহীদ মিনারের দক্ষিণাংশের সড়ক পর্যন্ত, পূর্ব দিকে বিএনসিসি অফিস পর্যন্ত এবং বিএনসিসি অফিস হতে উত্তর দিকে টারজান পয়েন্ট পর্যন্ত সীমানার মধ্যে রিক্সাসহ কোন যানবাহন চলাচল করতে পারবে না এবং কোন গণজমায়েত করা যাবে না ।

২৩. নির্বাচনের ৩ দিন পূর্বে ভোট কেন্দ্র সংলগ্ন স্থান থেকে সকল প্রকার পোস্টার ও ব্যানার সরিয়ে ফেলা হবে এবং নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ভোট কেন্দ্র দুটিতে কোন পোষ্টার ও ব্যানার লাগানো যাবে না।

২৪. নির্বাচনের ২৪ ঘন্টা পূর্বে ক্যাম্পাসে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।

২৫. ৩০-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দানের জন্য ভোটারগণ নিজ দায়িত্বে ক্যাম্পাসে আসবেন। তবে ঐ দিন নির্বাচন উপলক্ষে **সৌজন্য সেবা হিসেবে** বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে কিছু অতিরিক্ত বাস চলাচল করবে। ভোটারগণ ইচ্ছা করলে বাসের এই সুবিধা গ্রহন করতে পারবেন। নির্বাচনের দিন সকাল ৭-৩০, ৮-১৫, ৯-০০, ৯-৪৫, ১০-৩০, ১১-১৫, দুপুর ১২-০০ এবং ১-০০ টায় নিম্নেবর্ণিত রুটে ১টি করে বাস ঢাকা থেকে ছেড়ে ক্যাম্পাসে আসবে। তবে গুলিস্তান রুটে ৭-৩০ টা ও ৮-১৫ টায় ২টি করে বাস ছেড়ে আসবে।

গুলিস্তান রুট (ঢাকা-ক্যাম্পাস)ঃ বঙ্গবাজার →শাহবাগ →টিএসসি →পলাশী →কাটাবন →সায়েন্স ল্যাবরেটরি →আসাদগেট →টেকনিক্যাল →গাবতলী→ক্যাম্পাস।

মালীবাগ রুট (ঢাকা-ক্যাম্পাস)ঃ বিজয়নগর (পানির ট্যাংকির বিপরীত পার্শ্ব)→শান্তিনগর→মালীবাগ→মৌচাক (মার্কেট) →বেইলী রোড(মন্ত্রীপাড়া) →হোটেল শেরাটন →বাংলামটর →ফার্মগেট →আসাদগেট →টেকনিক্যাল → গাবতলী →ক্যাম্পাস।

উত্তরা রুট (ঢাকা-ক্যাম্পাস)ঃ

মহাখালী ফ্লাইওভারের নীচ →গুলশান-১ →গুলশান-২→বনানী (কাকলী) → খিলক্ষেত→ আজমপুর→ মাসকট প্লাজা → আব্দুল্লাহপুর→ কামারপাড়া → আশুলিয়া →ক্যাম্পাস।

উল্লেখ্য যে, সকাল ৯-৩০, ১১-০০, দুপুর ১২-৩০, ২-০০, বিকাল ৪-৩০, সন্ধ্যা ৫-৩০ ও ৬-৩০ টায় উপরোক্ত ৩টি রুটে বাস ঢাকায় ফিরে যাবে। বাসসমূহ মীর মশাররফ হোসেন হল গেট দিয়ে ঢুকে বোটানিক্যাল গার্ডেন, শহীদ মিনার, চৌরাস্তা মোড় হয়ে জয়বাংলা গেট দিয়ে একই রুটে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে।

এটি একটি সৌজন্য সেবা। যথাসময়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রার্থী, ভোটার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। কোন গাড়ী সঠিক সময়ে না পৌঁছালে এই দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে না।

২৬. নির্বাচনী প্রচারণায় প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা কোন ব্যক্তির কোন প্রকার দাপ্তরিক সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না।

২৭. প্রচারিত নির্বাচনী জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ভোটার ও প্রার্থীকে অনুরোধ করা হলো।

২৪/১২/২০১৭

(অধ্যাপক শেখ মোঃ মনজুরুল হক)
কোষাধ্যক্ষ ও রিটার্নিং অফিসার